নাগরিক সংলাপ: ময়মনসিংহ

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক
উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. অধ্যাপক যতীন সরকার: (সভাপতি) লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
২. দেলোয়ার হোসেন খান দুলু: সংসদ সদস্য, ময়মনসিংহ সদর
৩. অধ্যক্ষ মতিউর রহমান: সভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ, ময়মনসিংহ
৪. অ্যাডভোকেট মাহমুদ আল নূর তারেক: চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ পৌরসভা
৫. ডা. মোফাকখারুল ইসলাম: অধ্যক্ষ, কমিউনিটি বেইসড্ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ
৬. ড. মারুফী আক্তার খান: অধ্যাপক, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ
৭. আবদুল কুদ্দুস: প্রিন্সিপল অফিসার, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ময়মনসিংহ
৮. ক্যাপ্টেন ডা. মুজিবুর রহমান ফকির: সংসদ সদস্য, গৌরীপুর
৯. মনজুরুল হক: সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিএনপি, ময়মনসিংহ
১০. অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল: নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র
১১. অ্যাডভোকেট এ এইচ এম খালেকুজ্জামান: আহ্বায়ক, সুজন, ময়মনসিংহ
১২. ডা. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী: সাধারণ সম্পাদক, বিএমএ, ময়মনসিংহ
১৩. ড. দবিরুল হোসেন ভুঁইয়া: সহসভাপতি, ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
১৪. শাহাদাত হোসেন হিমু: সভাপতি, ফেমা, ময়মনসিংহ শাখা
১৫. সামিয়া তারান্নুম অনন্যা: ছাত্রী, মমিনুন্নেসা কলেজ, ময়মনসিংহ
১৬. ফারহানা ফেরদৌসী নেওয়াজ: পর্যবেক্ষক, জানিপপ
১৭. আবদুল মতিন সরকার: সংসদ সদস্য, ত্রিশাল/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, ময়মনসিংহ
১৮. রোকেয়া বেগম: অধ্যাপিকা, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ
১৯. মুহম্মদ শামসুল হক: ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড
২০. ফখরুল ইসলাম: প্রেসিডিয়াম সদস্য, জাতীয় পার্টি
২১. সুজিত বর্মণ: সম্পাদক, ওয়ার্কার্স পার্টি, ময়মনসিংহ
২২. ইমদাদুল হক মিলন: সাধারণ সম্পাদক, সিপিবি, ময়মনসিংহ
২৩. অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জাসদ, ময়মনসিংহ
২৪. আমির আহমদ চৌধুরী রতন: আহ্বায়ক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, ময়মনসিংহ
২৫. মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন খান: অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২৬. কাজী রানা: আহ্বায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ময়মনসিংহ শহর কমিটি
২৭. মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন: অধ্যক্ষ, অবসরপ্রাপ্ত, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ
২৮. অ্যাডভোকেট শিব্বির আহম্মেদ লিটন: যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি
২৯. সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও চেয়ারম্যান, এপেক্স গ্রুপ
৩০. শাইখ সিরাজ: পরিচালক, বার্তা, চ্যানেল আই
৩১. অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান: সভাপতি, জেলা নাগরিক আন্দোলন ও উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ, ময়মনসিংহ
৩২. অধ্যাপক এম শামসুল ইসলাম: আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটি, ময়মনসিংহ

৩৩.আবিদুর রেজা: অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪.ডা. শাহ মনোয়ার হোসেন: প্রাক্তন উপ-পরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ
৩৫.রজত চৌধুরী জয়: সাংস্কৃতিক কর্মী
৩৬.রেজা আলী: সদস্য, উপদেষ্টা কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
৩৭.অধ্যক্ষ মো. জালাল হোসেন:
৩৮.আরিফুল ইসলাম: ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ, চতুর্থ বর্ষ, আনন্দমোহন কলেজ
৩৯.অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (অব.):
৪০.মনিরা বেগম অণু: শিক্ষক, মুকুল নিকেতন উচ্চবিদ্যালয়
৪১.প্রিয়তোষ বিশ্বাস বাবুল: শিক্ষক, ধাহিড় পাড় উচ্চবিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
৪২.মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা: মাঠকর্মী, আরডিআরএস, শহর প্রকল্প, ময়মনসিংহ
৪৩.লুৎফর রহমান খান: প্রাক্তন অধ্যাপক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ
৪৪.পীযূষকান্তি সরকার: আইনজীবী, জজকোর্ট, ময়মনসিংহ
৪৫.আবদুল মোত্তালেব লাল: আইনজীবী, জজকোর্ট, ময়মনসিংহ
৪৬.আনোয়ার আবেদীন তুহিন: সাধারণ সম্পাদক, জেলা কৃষক লীগ, ময়মনসিংহ
৪৭.হাসানুল আলম: ছাত্র, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ
৪৮.আব্দুল কাইয়ুম: যুগ্ম সম্পাদক, প্রথম আলো

সময়ন্বয়কারী
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূচনাপর্ব
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আপনারা জানেন, আজকের এ অনুষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আইয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত। আমি সংক্ষেপে এর পরিপ্রেক্ষিত, এর মূল বিষয়বস্তু ও তাৎপর্য সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব।

২০০১ সালে যখন জাতীয় নির্বাচন হয়, তার প্রাক্কালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ প্রায় ১৮টি টাস্কফোর্স গঠন করে। নতুন সরকারের জন্য কী কী দিকনির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন, সে জন্য বাংলাদেশের প্রায় ২০০ বিশেষজ্ঞকে একত্র করা হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বড় টাস্কফোর্স রিপোর্ট প্রণীত হয়। পরবর্তীকালে সরকার ও জনগণের সঙ্গে এটা নিয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক সভা-সমিতিও হয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সঙ্গে সে সময় ছিল ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো। পরবর্তী সময়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে সরকারের হাতে বা রাজনীতিবিদ বা নেতাদের হাতে তুলে দিলেই হয় না। এটাকে প্রতিনিয়ত পরিবীক্ষণের মধ্যে রাখতে হয়। একটা মনোযোগের মধ্যে রাখতে হয়। তা না হলে মানুষ আস্তে আস্তে এটাকে ভুলে যায়। এ জন্য ২০০৩ সালে আমরা আবার সেই টাস্কফোর্সগুলোকে একত্র করে, আমরা যেসব প্রস্তাব দিয়েছিলাম, বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য, মানুষের মঙ্গলের জন্য বা সাধারণ গরিবের কাছে উন্নয়নের সুযোগ পৌঁছানোর জন্য–সেসব নীতি বা পরামর্শ কতখানি প্রতিপালিত হয়েছে, তার একটি মূল্যায়ন করতে বলি এবং তারা তা করেন। আপনাদের হাতে যে পুস্তিকা আছে, তার পেছনে সংক্ষিপ্তভাবে ২০০১ ও ২০০৩ সালে আমরা কী করেছিলাম, সেটা দেওয়া হয়েছে।

২০০৭ সালে যখন জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আসছে, তখন আমরা চিন্তা করলাম যে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বা সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে বা সরকারের বাইরে যে জনগণ আছে–সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে এবার কী করণীয়। আমরা ২০০১ ও ২০০৩-এর অভিজ্ঞতা থেকে কতগুলো সিদ্ধান্তে এলাম। এর একটা সিদ্ধান্ত হলো এই যে, আমরা যে পরামর্শগুলো দিয়েছি, তার অনেক কিছুই কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আদলে তৈরি। মানে, খুব সংক্ষেপ কী হবে, খুব দ্রুত কী হবে, দীর্ঘমেয়াদি কী হবে, মধ্যমেয়াদি কী হবে–এসব আছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশের উন্নয়ন কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বা এ দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা তো কোনো মূল্যায়ন অথবা দিকনির্দেশনা দেখছি না। বাংলাদেশে আগে যেসব মধ্যমেয়াদি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা হতো, ১৫-২০ বছরের জন্য, সেগুলো এ মুহূর্তে আর হচ্ছে না। আপনারা জানেন, পিআরএসপির পর এগুলো বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমরা চিন্তা করলাম, গত ১৫ বছর বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেছে। গণতন্ত্রের এই দেড় দশকে উন্নতিও দেশের ভেতরে হয়েছে। কিন্তু তারপরও এ সময়কালে উন্নয়নের কিছু দুর্বলতা ছিল। যেমন একটা দুর্বলতা আমরা বড়ভাবে দেখছি। সেটা হলো ধনী ও গরিবের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সম্পদের অনেক কেন্দ্রীভবন হয়েছে। সুযোগের বৈষম্য বেড়েছে, গ্রাম ও শহরের ভেতর তারতম্য বেড়েছে, ঢাকা শহরের গুলশান আর ময়মনসিংহ, খুলনা, রবিশাল এক জিনিস না।

তাহলে আগামী ১৫ বছরে বাংলাদেশের চেহারা কী দাঁড়াবে? যদি এই সরলরেখায় আমাদের উন্নতি হতে থাকে, তবে ১৫ বছর পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত হবে–এ দেশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে কী পরিস্থিতি দাঁড়াবে, এসব একটু ভেবে দেখা দরকার। সে বিবেচনা থেকে বাংলাদেশের কিছু জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সফল ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষকে একত্র করে আমরা বাংলাদেশের জন্য একটি উন্নয় রূপকল্প রচনা করার কথা ভাবি। সে সূত্রেই 'নাগরিক কমিটি ২০০৬' গঠিত হয়।

আব্দুল কাইয়ুম

উপস্থিত সবাইকে অভিনন্দন, সিপিডির এ উদ্যোগের সঙ্গে আমরা প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, চ্যানেল আই যুক্ত হয়েছি। যাতে দেশের মানুষের স্বপ্ন, তার আকাঙ্ক্ষা–এগুলোকে আমরা তুলে ধরতে পারি এবং আগামী দিনে বাংলাদেশে তা আমরা রূপায়ণ করতে পারি।

আমরা যখন ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন দেখতাম, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা মেডিকেল কলেজে, বুয়েটে সেই মালয়েশিয়া থেকে ছাত্ররা আসত পড়তে, আর আজ আমরা দেখি, বাংলাদেশের শ্রমিক মালয়েশিয়ায় গিয়ে চাকরি করার অধিকার পান না। আমরা কত পেছনে পড়ে গেছি, অথচ আমাদের তো কোনো সম্পদের অভাব নেই, ত্যাগের মনোভাবেরও তো অভাব নেই। স্বপ্ন দেখার শক্তিরও তো অভাব নেই।

আমরা মনে করি না যে নাগরিক কমিটি বা আমরা যারা আছি, তারাই সব জানি বা সব বুঝি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কথাগুলো সেখানে প্রতিফলিত হওয়া দরকার। আজ আমরা যে উদ্যোগটি নিয়েছি, আরও অনেকগুলো জেলায় যাব। বক্তৃতার জন্য নয়, আমরা এসেছি, আমি নিজেও এসেছি শোনার জন্য, জানার জন্য।

দেলোয়ার হোসেন খান দুলু

রাষ্ট্র পরিচালনায় যখনই যে সরকার দায়িত্বে থেকেছে, সেখানে সফলতা-ব্যর্থতা দুটোই ছিল এবং সেই ব্যর্থতাগুলোকে যদি আমরা সংশোধন আকারে বিবেচনা করি, সেভাবে আমরা নাগরিকদের সহযোগিতা করতে পারব। যোগ্য নাগরিক একজন সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধির কথা বলবেন। দেশে যোগ্য

নাগরিকদেরও দরকার আছে। আজ এখানে বলা হয়েছে যে নির্বাচনের সময় অনেক অভিনয় করে সেটা আমরা যারা প্রার্থী, আমরা অনেক ধরনের বক্তব্য রাখি, কারণ একটি রাজনৈতিক ব্যানারে যখন যে দলীয় প্রার্থী হন, তার কিছু রাজনৈতিক ইশতেহার থাকে, সেটাকে সামনে তুলে ধরার জন্য কিংবা নিজেকে বিজয়ী করার জন্য কিংবা কোনো অঙ্গীকার, যা রাষ্ট্র কখনোই করতে পারবে না–এ কাজগুলো আমরা করি। এসব বিষয়ে নাগরিকদের সচেতন করতে হবে। কারণ একটি রাষ্ট্র সব নাগরিকের সব বিষয়ের সব কাজের দায়িত্ব নিতে পারে না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আজকে যে পদ্ধতিগত ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থারও কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার। যেমন, আজ রাষ্ট্র-পরিচালনায় শাসনতান্ত্রিক নিয়মে একটি দল সরকার গঠন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাদের যারা পরিচালনা করে, অর্থাৎ সরকারের ভেতরে আরেকটি সরকার, সেটাকে আমরা বলতে পারি অদৃশ্য সরকার। এটাকে আমরা আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও বলতে পারি। যেটা নির্বাচন কমিশনই বলেন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাই বলেন; কেউ ডিসি, কেউ পুলিশ সুপার, কেউ অন্য পদে অবস্থান করছেন। তারা কেউ আদর্শভিত্তিক নীতিতে, কেউ দলীয়ভিত্তিক নীতিতে বিশ্বাসী। সেখানে যদি প্রভাবিত হয়ে কাজ করেন, সেটা অনৈতিক কাজ। সেখানে একটি সৎ যোগ্য নাগরিককে বাছতে হবে।

এ দেশের উন্নয়নে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার অনেক কথা বলছে, অনেক কথার সত্যতা আছে। আজ কথা এসেছে অনেক টাকা খরচ করে নির্বাচন করার। একজন প্রার্থী হিসেবে আমি মনে করি, এটি বন্ধ হওয়া দরকার। টাকা নির্বাচনে একটা প্রভাব ফেলে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সৎ ও যোগ্যতার মাপকাঠি মানুষ এবং সেটা প্রমাণিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। বিষয়টা হলো, শুধু কিছু তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আমরা সেটাকে বলি তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন। তারপর যদি মানুষ বিচার করে তাকে দেয়, সেটাই আমরা মাথা পেতে মেনে নেব। এটাই গণতন্ত্রের শিক্ষা। মানুষ যেটা চাইবে, সেটাই আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে। আমরা নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচনী ইশতেহারকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের একটি সামাজিক চুক্তি হিসেবে দেখতে চাই।

অধ্যক্ষ মতিউর রহমান

আমি ব্যক্তিগতভাবে চাই যে সৎ মানুষ নির্বাচিত হোক। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে পাঁচবার পৌরসভা নির্বাচন, তিনবার সংসদ নির্বাচন করেছি। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তারিত অভিজ্ঞতা রয়েছে। টাকাপয়সার খেলায় নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত প্রার্থী যত সৎই হন, তিনি তখন টিকে থাকতে পারেন না। জনগণের সিদ্ধান্ত কখনো ভুল হয় না। এদের পয়সার দ্বারা প্রভাবিত করা যায় না।

আপনারা অরাজনৈতিক ব্যক্তি–এ কথা দ্বারা কী বোঝান, আমি বুঝি না। কারণ অরাজনৈতিক বলতে কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি অরাজনৈতিক, তিনিও তো পার্লামেন্ট নির্বাচনে একটা মানুষকে ভোট দেন। তো যাকে ভোট দেন, তিনিও তো ওই মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি। কেউ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। আমি আশা করব, আমরা অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে দেশটাকে স্বাধীন করেছি, যিনি যে মতাবলম্বীই হন না কেন, এ দেশটাকে গড়তে সবার প্রতিনিধিত্ব থাকবে। মনমানসিকতা এভাবে গড়ে উঠবে।

অ্যাডভোকেট মাহমুদ আল নূর তারেক

এ দেশটি স্বাধীন হয়েছে ৩৪ বছর। এই রাষ্ট্র-পরিচালনার জন্য আইনসভা, বিচার বিভাগ ও শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত একটি বিষয়ও পরিপূর্ণভাবে হয়নি।

আমি ১৯৮৫ সালে দেখেছি, মালয়েশিয়ার এক মন্ত্রীর ভাতিজা ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কথাটা বলেছি এ জন্য যে, আজ সেই মালয়েশিয়া কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমার দেশের শ্রমিকরা ৫-৭ হাজার টাকা বেতনের জন্য মালয়েশিয়ায় যান কাজ করতে। আমরা কত দূর পিছিয়ে পড়েছি! অথচ এই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র দেশ, আমরা চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম।

আজ আমরা সমালোচিত হচ্ছি; রাষ্ট্রের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিচারব্যবস্থা। সেখানে দেখা যায়, বিচার বিভাগের মধ্যে যাদের বিচারক নিয়োগ করা হয়, সেখানেও অনিয়ম। এসব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিতর্কের সৃষ্টি হয়। উচ্চতর ডিগ্রিধারী উচ্চ আসনের একটা লোক যদি দুর্নীতি করেন, তাকে কে ধরে। মন্ত্রী-মহোদয় বলেছেন, যারা আইনপ্রণেতা তাদের ৩০ শতাংশ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। এ অবস্থায় তারা আইন প্রণয়ন করেন।

ডা. মোফাকখারুল ইসলাম

এখন আমরা সৎ ব্যক্তির সন্ধানে আছি এবং তার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত। এখানে সুশীল সমাজের কথা বলা হয়েছে, এটা বললে বোঝায়, বাকি সব বোধহয় অসুশীল। আমি সেটা বলতে চাইছি না।

আমার কথা হলো, এখন আমরা যে যেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন সেটা হলো যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান। সেই যোগ্যতার মাপকাঠি কী, তার আগে ঠিক করতে হবে, পার্লামেন্টে যেতে হলে কী ধরনের যোগ্যতা থাকতে হবে। আমি বলতে চাইছি সেটা হলো, এর কিছু দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তানো উচিত, যদি আপনারা সবাই সেই যোগ্য ব্যক্তি পেতে চান। সবাই কিন্তু নির্বাচনে সমান খরচ করতে পারে না। শোনা যায় কোনো কোনো দেশের সরকার এই খরচটা বহন করে। তাদের খরচ সরকার বহন করবে, এর বাইরে কেউ খরচ করতে পারবেন না। তারা অন্যের সমালোচনা করবেন না। নিজেরা কী করবেন, তাদের কর্মী কেমন, তার সবকিছু পেশ করবেন। অমুক লোকটিই খারাপ, তাকে ভোট দেবেন না, সে কথা বলতে পারবেন না–এ ধরনের বিধি তৈরি করা। আর দ্বিতীয় কথা, এখনো আমরা দেখতে পাচ্ছি, বড় দলগুলো কিছু বিষয় নিয়ে still unsettled. বাংলাদেশি না বাঙালি। এ ব্যাপারগুলো সংসদের বাইরে সমাধান করতে হবে।

ড. মারুফী আক্তার খান

আসন্ন নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভূমিকা কতটা থাকবে, সে সম্পর্কে সুশীল সমাজকে ভাবতে হবে। প্রতিদিন কাগজে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি–সামনে ভোটার তালিকা তৈরি হবে। সেই তালিকা অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কতটা ভোট দিতে পারবে, সেটাও সুশীল সমাজকে দেখতে হবে। আর আগামী নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হবে, সেটাও চিন্তা করা দরকার।

গত নির্বাচনে ফ্যাক্স মেশিনের ব্যবহার করা হয়েছিল। ফ্যাক্সগুলো নির্বাচনী কেন্দ্রগুলো থেকে এসেছিল, নাকি ঢাকা থেকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল, তার মূলে কেউ ঢোকেনি। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে আমি প্রস্তাব দিতে চাই, প্রতিটি নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, তার দাবি তোলা হোক। যোগ্যতা বিবেচনার ক্ষেত্রে টাকা যেন প্রাধান্য না পায়। আমরা সৎ মানুষ চাইছি ও খুঁজছি অনন্তকাল ধরে। সৎ মানুষ পাওয়া যায় না। তবু প্রত্যাশা থাকে।

আ. কুদ্দুস

সৎ মানুষ অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার অন্যতম পথ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুরাহা করবে দেশের জনগণ। কিন্তু সেখানেও ঘুরপাক। দেখা যায়, জনগণ যে রায় দিচ্ছে তা প্রতিফলিত হচ্ছে না

এবং তা প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাও থাকে না। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত চমৎকার নজির রেখেছে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হলে পরপর কয়েকটি নির্বাচনের পর অসৎ ও দুর্নীতিবাজেরা ঝরে পড়বে।

ক্যাপ্টেন মুজিবুর রহমান ফকির

আজকাল তরুণেরা কেউ রাজনীতিবিদ হতে চান না। রাজনীতি করতে গেলে অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আমরা যে যত কথাই বলি না কেন, সুশীল সমাজ বা বুদ্ধিজীবীরা আমাদের অনেকভাবেই সাইড করেছেন। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে থেকে বা তাদের সম্পৃক্ততায় রাস্তায় নেমে বিগত দিনের অর্জনগুলো আমাদের অর্জন করতে হয়েছে। আজ আমাদের নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আজকের সংলাপও রাজনীতিবিদদের নিয়ে। ধরে নেওয়া যাক, সুশীল সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সৎ নই। সংসদে গিয়ে দেখি কোরাম হতে সময় লাগে। আমরা তো মাত্র ৫২ জন এখন। কী হলো, ওদের সাংসদেরা কোথায়। অর্ধেক সাংসদ বাংলাদেশের বাইরে। বিভিন্ন ব্যবসার ধান্ধাবাজি নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। আজ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বলা হয়েছে, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। প্রথমে আসছে শিক্ষাগত যোগ্যতা। আমরা মনে করি শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা উচিত। ঋণখেলাপি প্রসঙ্গ। আমরা দেখি, সরকারপ্রধানেরা যখন বাইরে যান, তখন তাদের গাড়ির বহরে, প্লেনে যেসব ব্যক্তি প্রহরায় থাকেন, তারাই হচ্ছেন বাংলাদেশের বড় ঋণখেলাপি।

১৪ দল যে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে, তার মধ্যে আছে নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, স্কুল-কলেজের যেসব গভর্নিং বডি আছে, তা বাতিল হয়ে যাবে। বাতিল হওয়া দরকার। সংস্কার প্রস্তাবের অন্যতম স্তম্ভ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির সংস্কার। জনগণের রায়ের প্রতিফলন দেখতে চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের প্রশ্নে যেসব প্রস্তাব এসেছে, সেদিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

মনজুরুল হক

সুস্থ রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক আচরণের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সঙ্গে বিভিন্নভাবে প্রতারণা করে যাচ্ছে। তাদের সম্পর্কে কোনো কথা কেন বলা হচ্ছে না এখান থেকে?

নিশ্চয়ই সুশীল সমাজ সারা দেশে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। যারা মনোনয়ন দেবেন সৎ ব্যক্তিদের, তারা যে বিভিন্ন সময় জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছেন, সে বিষয়টি ধরিয়ে দিচ্ছেন না।

একটি জিনিস সুস্পষ্টভাবে আমি বলতে চাই, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ভর করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর। প্রতিটি দল চায়, রাজনীতির পাশাপাশি ক্ষমতায় আসীন হবে। সিংহাসনে আরোহণের জন্য তারা কোনো প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করে না। বিবেচনা করে, কী করলে জনগণ তাদের আসন উপহার দেবে। সেই বিবেচনায় তারা মনোনয়ন দেয়, যেখানে যোগ্যতার প্রশ্ন আসে না। কোনো রাজনৈতিক দলেই রাজনীতির মূল্যায়ন, শিক্ষাগত যোগ্যাতার মূল্যায়ন হয় না। পেশিবল, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বা বংশগত অবস্থান প্রাধান্য পায়। এ মনোনয়ন-প্রক্রিয়ার বিপক্ষে আপনাদের এগোতে হবে।

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল

১৪ কোটি মানুষের অধিকাংশ মানুষ শ্রম দেন, কাজ করেন। আন্তরিকভাবে দেশটা এগিয়ে নিতে আমাদের খাদ্যের যোগান থেকে শুরু করে সব সেবা তারা দিয়ে যান। আমরা সবাই আমাদের দায়িত্ব পালন করি না। দেবপ্রিয় যে জিডিপির কথা বলেন, সেটা আসে মানুষের শ্রমকর্ম থেকে। এই কর্মমুখর পরিশ্রমী মানুষের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, তারা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে

যাচ্ছেন। আর আমরা অনেকেই সে শ্রমটা নষ্ট করছি, সুবিধা নিচ্ছি, লুটপাট করছি। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ব্যর্থ নয়, ব্যর্থ হচ্ছি আমরা, যারা এই সম্পদের পরিচালনা করছি, বণ্টনের দায়িত্বে আছি–তারা। আর একটা কথা, রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা খুব সহজ। কিন্তু এ কথাও ভাবা দরকার, দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যান, তখন রাজনীতিবিদেরাই নিয়ে যান, তারাই ত্যাগ স্বীকার করেন, সামনে দাঁড়ান, মারা যান, তারাই গালাগাল সহ্য করেন। এতএব তাদেরই প্রতি আমি সশ্রদ্ধ, যেখানে কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

আজ আমরা এখানে নিজেদের সুশীল সমাজের ভূমিকা দেখতে এসেছি এবং রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইছি। আরও বেশি করে যে, কী করে আমাদের সহযোগিতার হাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দিতে পারি। দেশকে স্বাধীন করছি সবাই মিলে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কুলাঙ্গার ছাড়া প্রতিটি মানুষই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। যারা স্বাধীন করেছে তাদেরও আমরা চিনি, যারা বিরোধিতা করেছে তাদেরও চিনি।

আমরা কথা বলি না কেন, আমাদের ছেলেরা যখন ভূমধ্যসাগরে মারা যায়, মেয়েরা মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রি হয়, আমাদের চোখের সামনে র‍্যাব খুন করে লাশ ফেলে রাখে, পুলিশের সঙ্গে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে আসে বাংলা ভাই–কথা বলি না কেন? কানসাটের সংগ্রাম শুধু কানসাটে থাকে কেন? শুধু এখন নয়, ৩৫ বছর ধরে এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আমরা সুশীল সমাজ উঠে দাঁড়াচ্ছি না কেন? আমার যাদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচন করছি, তাদের সৎ রাখতে চাইলে আমাদের সৎ হতে হবে। আমরা সৎ না হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সৎ হবেন না। সুতরাং সৎ হওয়াটা আমাদেরও বিরাট দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

অ্যাডভোকেট এ এইচ এম খালেকুজ্জামান

আজ যারা সংসদ সদস্য আছেন, তাদের ৬০ শতাংশের বেশি ব্যবসায়ী। দেখা যায়, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচনের আগে এসে অসৎভাবে আয় করা টাকা দিয়ে নির্বাচন করেন। আজ আমাদের দেশের যারা বড় রাজনৈতিক দল, তারা যদি তাদের মনোনয়ন না দেয়, তাহলে রাজনীতিতে নিবেদিতপ্রাণ লোকজন সুযোগ পান। আজ সুশীল সমাজ উপলব্ধি করতে পেরেছে, দেশ আজ রসাতলে যাচ্ছে রাজনীতিবিদদের অসৎ নেতৃত্বের কারণে। যারা নেতৃত্বে আছেন, যারা সংসদে আছেন, তারা সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এসব প্রার্থী, বিশেষ গোষ্ঠী থেকে উঠে এসে আসন দখল করে দেশের সম্পদ লুটপাট করে খায়। সংসদ একটি মর্যাদাকর প্রতিষ্ঠান, সেটা এখন আর দেখি না। এখন কোনো নির্বাচন পয়সা ছাড়া হয় না। কিন্তু সত্তরে দেখেছি, তিহাত্তরে দেখেছি, নির্বাচনে কোনো পয়সা লাগে নাই। শুধু মনোনয়ন নিয়েছেন।

নির্বাচনে যদি অসৎ লোককে বর্জন করতে হয়, সে ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাহলে আদর্শভিত্তিক কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচন হবে এবং এর ফলে কালো টাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত হবে নির্বাচন।

ডা. মো. আলী সিদ্দিকী

আমরা আশা করব, এই মনোনয়নের প্রাক্কালে বিভিন্ন দল তাদের সৎ, নীতিমান ও যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবেন এবং পরবর্তী সময়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন। একটি অর্থবহ সংসদ গঠিত হবে। এখানে প্রার্থী একটা ব্যক্তি। কিন্তু ব্যক্তি দিয়েই চলছে না, আপনারা দেখছেন কোনো প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে বা এককভাবে নির্বাচন করে কোনো সুযোগ-সুবিধা করতে পারছেন না। কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী সংসদে এককভাবে অর্থবহ কোনো কিছু করতে পারছেন না। রাজনৈতিক দল যে প্রার্থীদের মনোনীত করছে, নির্বাচিত হয়ে তারা যা চাইছেন তা-ই প্রতিফলিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে একজন প্রার্থী এবং শুধু প্রার্থী নয়, যে দল থেকে তিনি প্রার্থী হবেন, সে দল এবং সর্বোপরি

দেশকে নিয়েও আমরা ভাবছি। শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রার্থী যোগ্য হতে পারেন, সৎ হতে পারেন, কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট হলো তার নিজেকে যোগ্য ও তার দলের অন্যান্য প্রার্থীকে তার সমমনা এবং সেই সঙ্গে তার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। তার একা সৎ হলে চলবে না, তার সঙ্গে অন্য কলিগদের সবাইকে সৎ হতে হবে। যে দল থেকে তিনি মনোনীত হচ্ছেন বা নির্বাচিত হচ্ছেন, সে দলের মধ্যে সৎ আদর্শ থাকতে হবে। তার একা নীতিমান হলে চলবে না, তার দলের মধ্যে সেই নীতি থাকতে হবে এবং দলের মেনিফেস্টোর মধ্যেই নীতি থাকলে হবে না, দলের মধ্যে সে নীতির চর্চা করতে হবে। শুধু প্রার্থী মনোনয়নই যথেষ্ট নয়, প্রার্থীর পাশাপাশি সেই প্রার্থী একটি এলাকার প্রতিনিধি; তার যে বিশাল কর্মী বাহিনী আছে, তাদের নীতির আওতায় আনতে হবে। আর কর্মী বাহিনী দুর্নীতি করলে, যিনি সৎ প্রার্থী তিনি শুধু দেখবেন, কোনো বাধা দিতে পারবেন না, বাধা দিলে তার চেয়ার থাকবে না বা বাধা দিলে বা কর্মী বাহিনীকে খেপিয়ে দিলে একবার নির্বাচিত হলে আর মনোনীত হবেন না, এই হলো অবস্থা। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কাজ করতে হবে।

ড. দবিরুল হোসেন ভুঁইয়া

সমাজে যেমন সৎ ব্যবসায়ী আছেন, অসৎ ব্যবসায়ীও আছেন। সজ্জনও আছেন, অসজ্জনও আছেন। নির্বাচনে একটা পার্সেন্টেজের কথা আমি শুনেছি। রাজনীতিবিদদের থেকে ৯৩ শতাংশ ব্যবসায়ী এগিয়ে আসছেন। রাজনীতবিদেরা যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে ব্যবসায়ীরা এগোবেন না কেন? এবং সেখানে আপনারা দেখবেন যে সৎ ব্যবসায়ীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। অসৎ রাজনীতিবিদেরা অসৎ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মনোনয়ন দেন। সেটাও বন্ধ করতে হবে।

শাহাদাত হোসেন হিমু

আমার পরামর্শ হলো, যদি এখানে একটি সংস্কার করা হয়, যে প্রার্থী ফেল করবেন, তাকে নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না বা তাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যে প্রার্থী জয়ী হবেন–তিনি দুই মেয়াদের বেশি সুযোগ নিতে পারবেন না। তাহলে একটি নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। আর তা না হলে যে প্রার্থী ফেল করছেন, তিনি আদু ভাইয়ের মতো নির্বাচন করেই যাচ্ছেন। শেষে একটা সময় এসে হয়তো পাস করেন। কিন্তু তার কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। এটি আমার একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। এটি যদি সংস্কার করা যায়, তাহলে আমরা হয়তো লাভবান হতে পারব।

সামিয়া তারান্নুম অনন্যা

নতুন প্রজন্ম হিসেবে আমার ভেতরে কতগুলো প্রশ্ন এসেছে। সেটা হচ্ছে, এখানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে। কোনো দেশে ধরা যাক ১০০ লোক আছে, এর মধ্যে ৩০ জন ভোট দিল না। বাকিদের মধ্যে অর্ধেক একজনকে সাপোর্ট করল। এবং বাকিজনের মধ্যে থেকে কিছু লোক অন্য একজনকে সাপোর্ট করল। সে ক্ষেত্রে একজন নির্বাচিত হলো। এ ক্ষেত্রে আমার কথা হলো, এটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হলেও বেশির ভাগ জনগণ তাকে সমর্থন দিচ্ছে না। কিন্তু সে-ই নির্বাচিত হচ্ছে।

সততার কথা বারবার বলা হচ্ছে। আমার কথা হলো, সৎ বলতে আপনারা কী বোঝাতে চান? অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সৎ, চারিত্রিক দিক দেয়ে সৎ, মানসিক দিক দিয়ে সৎ–কোনটা? আবার যোগ্যতা বলতে কি শিক্ষাগত যোগ্যতা, নাকি অন্য কোনো বিষয়ে যোগ্যতা?

ফারহানা ফেরদৌসী নেওয়াজ

প্রত্যেকের একটি নির্বাচনী মার্কা থাকে। সে অনুযায়ী আমরা ভোট দিয়ে থাকি। 'না' ভোট নামে একটি ভোট থাকবে। আমরা যদি কোনো ব্যক্তিকে যোগ্য মনে না করি, তাহলে আমরা ওইখানে ভোট দেব।

আবদুল মতিন সরকার

আমাদের উপস্থাপক বলেছেন যে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ কথা যারা বলেন, তাদের প্রশ্ন করতে চাই, আমাদের ওই বিগত সরকারের আমলে দেশ একবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এ সরকারের আমলে চার বছর দেশ দুর্নীতিতে সফলভাবে চ্যাম্পিয়ন, অর্থাৎ দীর্ঘ পাঁচ বছর সন্ত্রাসের দিক থেকে চ্যাম্পিয়ন–এটা কি দেশ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষণ?

ময়মনসিংহ জেলায় ১২টি নির্বাচনী এলাকা। এখানে আমরা ১২ জন সংসদ সদস্য বিভিন্ন দল থেকে নির্বাচিত হয়েছি। আমরা কে দুর্নীতিবাজ, কে দুর্নীতিবাজ নই, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। একজন সংসদ সদস্যের শাসনামলে তার সম্পদের জরিপ করলে দুর্নীতিগ্রস্ত কি না, প্রমাণ করা সম্ভব। সম্পদের বিভিন্ন কর্নার থেকে আলোচনা-পর্যালোচনা করলে তথ্য বেরিয়ে আসবে। আজ এখানকার বক্তব্যগুলো রাজনীতিবিদদের বক্তব্যে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে এটা সফলকাম হবে। আমরা যদি সবাই নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের অবস্থান থেকে এই সভার আলোচ্যসূচি নিয়ে আলোচনা করি এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে এই গণসংলাপ সার্থক হবে।

অধ্যাপিকা রোকেয়া বেগম

আমরা যদি স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারি, আমরা যদি মুক্ত মন নিয়ে আলোচনা করতে পারি এভাবে সব সময়, তাহলে অবশ্যই সফল হব। আমরা যে যে-পেশায় আছি, সবাই যদি পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা স্বীকার করি, তবে দেশের অনেক উন্নতি হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা অত্যন্ত প্রয়োজন, তা হলো পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পরিবেশের দরকার।

ইঞ্জিনিয়ার মুহম্মদ শামসুল হক

আমি ময়মনসিংহ-৪ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব দেলোয়ার হোসেনের একটি কথা ধরে বলতে চাই। বাংলাদেশে সৎ নাগরিক না হলে কীভাবে সৎ শাসক প্রতিষ্ঠা পাবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইঞ্জিনিয়ার মতিউর রহমান সাহেব বলেছিল যে, একজন পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বরখাস্ত করা অন্যায় হবে। আমিও তার সঙ্গে একমত। যদি ইঞ্জিনিয়ার চেয়ারম্যান হন, তবে জনগণের রায় নিতে হবে। রায় নিয়ে বাতিল হলে বাতিল।

ফকরুল ইসলাম

ড. ইউনূস যে দিকনির্দেশনাটি দিলেন, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। সেই দিকনির্দেশনায় দুটি দিক ছিল। একটা হলো নাগরিক কমিটি বা সচেতন নাগরিক থেকে তারা একটি তালিকা করবেন, এবং মরনানয়ন দেওয়ার একটা পদক্ষেপ নেবেন। এখন আজকে যেটা শুনলাম, সেখান থেকে ওনারা সরে আসছেন। অনেকখানি বিচ্যুতি হয়েছে। কেন, সাহস করে বলতে অসুবিধা কোথায়? আমাদের দেশে যারা আমরা রাজনীতি করি, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যারা সংযুক্ত, তাদের বলেও তো আপনি সৎ যোগ্য লোককে মনোনয়ন দিতে পারেন না। এটা অসম্ভব ব্যাপার। এখানে অর্থনীতি জড়িত আছে, ক্ষমতা জড়িত আছে।

সুজিত বর্মণ

যোগ্য প্রার্থী এবং সৎ লোক হিসেবে যে বক্তব্যটা এখানে চলে এসেছে, সে সম্পর্কে আমি একটি কথা বলব, ব্যক্তিগতভাবে একটা লোক সৎ হতে পারেন, নাও হতে পারেন, যে রাজনৈতিক দল থেকে তিনি এসেছেন, সেই দলের মতাদর্শগত অবস্থান কতটুকু মানবাধিকারের পক্ষে বা বিপক্ষে যায়। এই বিষয়ে কেউ মতামত দিচ্ছেন না। এ ব্যাপারে আমি সিপিডি এবং আয়োজকদের কাছে সুস্পষ্ট মতামত চাই। আজ যদি স্বাধীনতাবিরোধী কেউ রাজনৈতিক প্রার্থী হন, তাকে আমরা কি সৎ, যোগ্য প্রার্থী বলব? যে লোক দেশের সংবিধান মানেন না, মানবাধিকার মানেন না, সেই ব্যক্তি সৎ-যোগ্য যা-ই হন না কেন, তাকে আমরা যোগ্য প্রার্থী হিসেবে ধরতে পারি না।

ইমদাদুল হক মিলন

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য ধরে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের কথা এসেছে। আজ আপনারা নির্বাচনে সৎ-যোগ্য প্রার্থী সন্ধানে একটা চাপ সৃষ্টি করেছেন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি। এটা খুবই শুভ উদ্যোগ। কিন্তু এ রকম হতে পারে, যিনি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন, এটা যদি ছয় মাস বা এক বছর আগে তার দল ঠিক করে, তাহলে অর্থের অপচয় কম হবে। অসৎ হওয়ার বিষয়টাও কমতে পারে। শোডাউন ও লবিংয়ের জন্য একজন প্রার্থী একটি জায়গায় অনেক দিন কাজ করেন। সেই জায়গাটা নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে এবং মনোনয়নের বিষয়টা আগে থেকেই ভাবতে হবে, যাতে আগে থেকেই কোনো টাকা ছোড়াছুড়ির বিষয়টা না থাকে।

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু

সংবিধানের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক কোনো ব্যক্তি এককভাবে জাতীয় সংসদে দল বা দলের মতের বিরুদ্ধে কথা বলার কোনো সুযোগ রাখেন না। তিনি যদি এককভাবে কোনো বক্তব্য রাখেন, তাহলে তার সংসদ সদস্যপদ ফ্লোরক্রসিংয়ের জন্য হারাতে হয়। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ পরিবর্তনের জন্য কোনো নীতি বা সংশোধনী জাতির সামনে উত্থাপন করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে বলি। নব্বইয়ের তিন জোটের প্রেক্ষাপটে '৯৬ সালে এসে বিএনপি এককভাবে সংসদে এ আইনটি পাস করেছে। সেখানে কোনো বিরোধী দলের মতামতের সুযোগ ছিল না। এ পদ্ধতির ফলে দেখা যাচ্ছে বিচারাঙ্গনে দলীয়করণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অস্থায়ী বিচারপতি থেকে শুরু করে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ পর্যন্ত সর্বত্র দলীয়করণ হচ্ছে।

দুর্নীতি সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই, যে দেশের সব রাজনৈতিক নেতারাই প্রায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। সর্বত্র এদের রুখতে হবে।

আমির আহমদ চৌধুরী রতন

১৯৯১ সালে স্বৈরাচার পতনের পর আমরা গণতন্ত্রের অভিযাত্রা বলে একটি আন্দোলনে নেমেছিলাম সৎ মানুষকে নির্বাচন করার জন্য এবং ভোটারদের সচেতন করার জন্য। সেখানে আমরা প্রতিটি থানা শহর ও শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়েছি।

আমরা যে গিয়েছিলাম তাতে ইতিবাচক সাড়া পড়েছিল। আপনাদের সামাজিক অবস্থান আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে ও সুদৃঢ় এবং আপনাদের গতি অবারিত। তাই আপনাদের মূল নেতা-নেত্রীর কাছে যেতে হবে। তাদের প্রভাবিত করুন এবং বলুন সৎ ও যোগ্য লোককে মনোনয়ন দিতে। তবেই আপনাদের এ আন্দোলন সফল হবে।

প্রফেসর মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন খান

যে নির্বাচনকে সামনে রেখে আপনাদের এ উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ নিয়েই কিন্তু দেশে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হবে কি না, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সে কারণে নির্বাচন নিয়ে সংশয় সৃষ্টির অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়। এ সংশয় প্রশ্নে আপনাদের যোগ্য প্রার্থীর আন্দোলনের ভূমিকাটা কী?

অপ্রিয় বিষয় নিয়ে কথা না বললে সুশীল সমাজ সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবে না। দেশের সরকার ও বিরোধী দল মুখোমুখি অবস্থানে এসে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাতে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সংঘাতময় হয়ে উঠেছে। এর থেকে উত্তরণের উপায় কী, পরামর্শ কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যাশা করি। নাগরিক কমিটি নির্বাচন সামনে রেখে একটি রূপকল্প রচনা করবে, যেটি জাতীয় ইশতেহারে পরিণত হবে বলে আপনারা প্রত্যাশা করছেন। সেই ইশতেহার নিশ্চয়ই হবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির আলোকে। এখানে আমার প্রশ্ন হলো, এ জায়গায় অসাম্প্রদায়িতকা প্রতিষ্ঠার কথা, জঙ্গিবাদ নিপাতের কথা থাকবে কি না।

কাজী রানা

আমার একটি প্রস্তাব। বিষয়টি নির্বাচনভিত্তিক সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করার লক্ষ্যে। যেহেতু আপামর মেহনতি জনতা এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব এই মহতী উদ্যোগকে শহরভিত্তিক না করে জনগণকে এ আন্দোলনে নিয়ে আসার জন্য গ্রামভিত্তিক করলে ভালো হয়।

অধ্যক্ষ মো. মোকাররম হোসেন

রাজনীতিতে অর্থের অপব্যবহারের প্রসঙ্গ এসেছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন যদি সরকারি খরচে করা যায় বা সরকার যদি ব্যয় বহন করে, প্রার্থীরা তাহলে টাকার পেছনে ছুটবেন না, বাহুল্য ব্যয় করবেন না বলে আমার মনে হয়।

অ্যাডভোকেট শিব্বির আহম্মেদ লিটন

আজ আমি আশাবাদী, এখানে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মঞ্জুর এলাহী, বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যামসন এইচ চৌধুরী, যারা এ দেশে শিল্প স্থাপন করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, তারা উপস্থিত আছেন। ইচ্ছে করলেই টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তারাও মন্ত্রী-সাংসদ হওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন। সে কাজটি না করে তারা আজ সুশীল সমাজের ব্যানারে এখানে এসেছেন দেশটাকে পরিবর্তন করার অভিপ্রায় নিয়ে। সুলতানা কামালের কথার সূত্র ধরে বলতে চাই, রাজনীতিবিদদের দিয়েই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। সুশীল সমাজের ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা, কারা সুশীল সমাজের আওতাভুক্ত বা কারা জনগণ, সেদিকে না গিয়ে বলতে চাই–এখানে আমরা যারা এসেছি, তারা যেন ভুলে না যাই যে আমাদেরও দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়ে আছে।

সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী

সপ্তাহ দুয়েক আগে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ দেখেছি। সেটা দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই। গণতন্ত্রের দুটি স্তম্ভ আছে বা দুটি জিনিসের ওপর ভর করে সংসদীয় গণতন্ত্র দাঁড়ায়। একটি মুক্ত সংবাদ বা গণমাধ্যম, অর্থাৎ বাকস্বাধীনতা। অন্যটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ, এ দুটি যদি না থাকে তাহলে গণতন্ত্র চর্চা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সুশীল সমাজের সমস্যা হলো, আমরা নিজেদের ড্রয়িংরুমে বসে দুখ করি বা পারস্পরিক আলাপে দুঃখ করি–এই চুরি করছে, দেশ রসাতলে যাচ্ছে। ওই অব্দি, তারপর আর কিছু করি না। আমরা বক্তৃতা দিতে পারি না, কারণ আমরা রাজনীতিবিদ নই। সহ্য

করে যাই। আমি সব সময় মনে করি, বাঙালি জাতির মতো সহ্যশক্তি খুব কম জাতির আছে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর সে শুধু সহ্য করে যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। রাস্তায় নামে।

নাগরিক গ্রুপের একজন সদস্য হিসেবে আমি মনে করি, একটি সভা বা ৬৪ জেলার ৬৪ সভা করেই গণতন্ত্র আসে না। গণতন্ত্র একটি চলমান প্রক্রিয়া।

আমার মনে হয়, আমাদের এ অবস্থায় আমার খুব একটা পারফেক্ট ডেমোক্রেসির দিকে যেতে পারব না। সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করতে হবে। সুশীল সমাজকে চেষ্টা করতে হবে, এনজিও–যাদের বলা হয় সমান্তরাল সরকার, এরা যদি আসে, সেই সঙ্গে আমরা সবাই যদি গা-ঝাড়া দিয়ে ঘুম থেকে উঠি, তাহলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটা কিছু করতে পারব। খুব একটা আশা নিয়ে থাকা উচিত হবে না। কিন্তু গণতন্ত্রকে চলমান প্রক্রিয়া হতে হবে। সার্বক্ষণিক এটার পেছনে লেগে থাকতে হবে।

শাইখ সিরাজ

দেশে প্রবহমান প্রেক্ষাপট ও অবস্থাকে যদি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারত, তাহলে এ সম্মেলনের প্রয়োজন হতো না। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে থেকে দেশ যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, যে রাজনীতি চলছে তা মূলত স্থূল এবং বেশির ভাগ থেকে রাজনীতির জন্যই রাজনীতি।

আমাদের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের জীবনব্যবস্থা কৃষিনির্ভর। গ্রামীণ এই জনগোষ্ঠী রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়। মূলত গ্রামের সাধারণ সহজ-সরল এই মানুষগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সব কর্মকৌশল গুটি হিসেবেই ব্যবহৃত বা পরিচালিত হয়ে আসছে। তাদের সচেতন করে তোলা ও জাগ্রত করার প্রশ্নে দেশের সচেতন জনগণ ও জাতীয় গণমাধ্যমকে ভূমিকা নিতে হবে।

অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূল স্পিরিটের পরিপন্থী বলে আমরা মনে করি। রাজনীতিবিদদের পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতার চরম প্রকাশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সংস্কারের প্রস্তাব এবং প্রস্তাবিত প্রশ্নের বিষয়টি এখন রাজনৈতিক মাঠে সর্বালোচিত। এই পদ্ধতির প্রভাব দেশের সর্বোচ্চ বিচারাঙ্গনকে বিতর্কিত করে তুলেছে। এ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সংকট উত্তরণের উত্তম পন্থা হতে পারে নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ স্বাধীনতা ও একে শক্তিশালী করা।

অধ্যাপক এম শামসুল ইসলাম

সব পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনা করবে অসন্দিগ্ধ উন্নতশীল প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাচন কমিশন, মাজাভাঙা লোক দিয়ে নয়। সবার আদর্শের অধঃপাত রোধের জন্য থাকবে পৌরুষদীপ্ত হিসাব-নিরীক্ষা ও একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন।

নির্বাচনী ইশতেহার বা অঙ্গীকার প্রকৃত নির্বাচনের তিন মাস আগেই তা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে এবং তা দল প্রার্থী ও জনগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বলে গণ্য হবে। নির্বাচন-পরবর্তীকালে তা বাস্তবায়ন না করলে চুক্তিভঙ্গের কারণে দল ও ব্যক্তি হিসেবে তারা পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সংবিধান ও নির্বাচনবিধিতে তাদের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। ২০০৫ সালের ২৪ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টের রায় অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মনোনয়নপত্রের সঙ্গে তাদের জমা দিতে হবে। সব ধরনের ঋণখেলাপি ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ

নিতে পারবেন না। জীবনভর গাছের খেয়ে তৎক্ষণাৎ তলারও কুড়াবেন–এটি সমর্থন করা যায় না। গত পাঁচ বছরের প্রার্থীর প্রদত্ত যাবতীয় বিবরণ এবং নিজের ও আত্মীয়স্বজনের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দিতে এবং সর্বসাধারণের জন্য তা প্রকাশ করতে হবে। ভোটকেন্দ্র ও রিটার্নিং অফিসের নির্বাচনের প্রকৃত ফলাফল গায়েব করে দেওয়া রোধ করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোয় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা এবং সার্বক্ষণিক একাধিক পর্যবেক্ষক মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রফেসর আবিদুর রেজা

এতক্ষণ বক্তারা যা বললেন, আমি সবার সঙ্গে একমত হয়েও বলতে চাইছি, আপনাদের এই অভিপ্রায় বর্তমানে বাংলাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কারণ একটি রাষ্ট্র চলে একটি সংবিধান দিয়ে। বাংলাদেশের যে সংবিধান, এই সংবিধানের আওতায় আপনাদের অভিপ্রায় বাস্তবায়নের জন্য দরকার গণতন্ত্রের। বাংলাদেশের এই সংবিধান দিয়ে গণতন্ত্র সম্ভব নয়। যদিও বারবার নির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচন হলেই গণতন্ত্র হয় না। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য প্রথম শর্ত হলো সেক্যুলারিজম। একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হতে পারে, একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে গণতন্ত্র হতে পারে না। বাংলাদেশের সংবিধানে বিসমিল্লাহ রেখে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রেখে গণতন্ত্র সম্ভব নয়। নাগরিক সমাজকে এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ বিষয়ে আওয়াজ তুলতে হবে।

ডা. শাহ মনোয়ার হোসেন

এখানে একটি জিনিস বেরিয়ে এসেছে যে, অর্থই অনর্থের মূল। আমরা সেই পাকিস্তান আমল থেকে দেখেছি, যারা জনপ্রতিনিধি, তাদের সরকারিভাবে এত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো না। আজকের দিনে সাংসদ ও মন্ত্রী মহোদয়েরা যে সুযোগ-সুবিধা সরকারিভাবে ভোগ করছেন, কী কী সুযোগ-সুবিধা তারা ভোগ করছেন, সেগুলো মিডিয়ায় আনতে হবে এবং জনমত গড়ে তুলতে হবে। দুর্নীতির খবর যখন সুনির্দিষ্টভাবে পেপারে আসছে, সেগুলোর কোনো বিচার হয় না। সেগুলোর বিচার করলে অনেক প্রার্থী নির্বাচন থেকে বাদ পড়ে যাবেন। আর নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি প্রধান বিষয়। সেটা যদি না হয়, তাহলে আমাদের সুযোগ্য প্রার্থী বেরিয়ে আসবে না। সংসদ সদস্যদের নির্বাহী ক্ষমতা কমিয়ে দিতে হবে। তাদের আইন পাস করার মধ্যেই শুধু ক্ষমতা থাকবে এবং জনপ্রতিনিধিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

রজত চৌধুরী জয়

আমরা যারা বেকার, চাকরি করতে গেলে বা চাকরি করতে চাইলে ঘুষ দিতে হয়। তাহলে আমরা কীভাবে সৎ হব। আমরা ঘুষ দিয়ে চাকরি নিতে পারি না, এ জন্য বিপথে যেতে হয়। জনপ্রতিনিধিরা, নিজেরাই আমাদের বিপথে ফেলে দেন। তারা যদি সৎ হতে বলেন, কীভাবে সম্ভব।

রেজা আলী

সুশীল সমাজ যে ভালো কাজ করছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা সৎ প্রার্থী, যোগ্য প্রার্থী সবখানেই চাই। যে ধারণাটা ড. মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থাপন করেছেন, সেটা মনে হয়েছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে একটু ভিন্ন। কারণ তারা নির্বাচন করবেন না। আজ ড. দেবপ্রিয় বলেছেন, ওটা ইউনূস সাহেবের ব্যক্তিগত মতামত। আমি চাই, আপনাদের বক্তব্যটা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হোক। মানুষ জানুক, আপনারা সৎ মানুষ বলতে, ভালো মানুষ বলতে কী বোঝান। আর সৎ মানুষ বা ভালো মানুষ

বলেন, কোনো কিছুই করতে পারবেন না, যদি কিছু মূল জিনিসের সংস্কার না করেন। কমপক্ষে সংস্কারের পক্ষে আওয়াজ যদি না তোলেন, সেটা হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার। নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে আপনাদের কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য আমি পাইনি, এখানে স্পষ্ট বক্তব্য রাখা উচিত।

অধ্যক্ষ মো. জালাল হোসেন

একটি বিষয় আলোচনায় এসেছে, বাজেটের আগে থেকে সিপিডি কালো টাকা সাদা করার বিরোধিতা করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে। আমরা দেখি, ভালো কিছু আশা করি কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের কল্যাণে কালো টাকা সাদা হয়ে যায়। এ বিষয়ে আদালতের যদি কিছু করার থাকে বা সিপিডি, প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার যদি আদালতের শরণাপন্ন হয় সরকারকে বাধ্য করতে যে, সরকার কালো টাকা সাদা করার বিধান চালু রাখতে পারবে না, এ ব্যাপারে আমি তাদের সহানুভূতি ও উদ্যোগ প্রত্যাশা করছি।

আরিফুল ইসলাম

নতুন প্রজন্মের একজন সদস্য হিসেবে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল। একটি হলো যোগ্যতা বলতে আমরা কী বুঝি। এ যোগ্যতা কি শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক? নাকি পেশাগত যোগ্যতা? আরেকটি হলো, সুশীল সমাজ বলতে আমরা কী বুঝি। এতক্ষণ আমরা দেখলাম, যারা বক্তব্য দিলেন, অধিকাংশই রাজনীতিবিদ। আমার একটি পরামর্শ হচ্ছে, আমরা একটি মনিটরিং সেল করতে পারি। একটা শহরে কারা সৎ মানুষ, সেটি কিন্তু শহরের সবাই জানেন। তাদের সমন্বয়ে আমরা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে একটা সেল করতে পারি। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের সেমিনারকে গণসমাবেশে রূপান্তর করতে পারি।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (অব.)

আমি অবসর নিয়েছি প্রায় ১০ বছর হয়ে গেছে। আমার এক ছাত্র এখন সেক্রেটারি। তাকে একদিন বললাম, 'বাবা, তুইও কি অসৎ হয়ে গেছিস?' সে বলল, 'দেশের কথা ভাববেন না, অসৎ না হলে চলে না।' কথাগুলো অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক কিন্তু আমরা কী দেখলাম বা দেখছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তো আর কিছু দিচ্ছি না। দেওয়ার মতো পরিবেশ আছে বলে আমি মনে করি না। সুতরাং আমাদের শুরু করতে হবে। ছোট হোক বড় হোক, শুরু করা দরকার। এ ধরনের আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, তা নয়। নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সফল হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের মধ্যে যদি এ ধরনের চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়, তাহলে আন্দোলন অগ্রসর হবে। মানুষ কিন্তু ভালো, খারাপ নয়। মানুষ ভোট দেয় ভালো করে চিন্তা করে। সেসব জনমানুষের কাছে আমাদের বেদনাগুলো পৌঁছুক, সেই আশাবাদ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মনিরা বেগম অণু

সুশীল সমাজ যদি রাজনীতির পাশাপাশি তাদের ভূমিকা রাখতে পারত, তাহলে দেশের বর্তমান বাস্তবতা থেকে আমরা রেহাই পেতে পারতাম। এবং অসুস্থ ধারার রাজনীতি ও সেই সঙ্গে দুর্নীতির বিষয়টিও আমরা অনেক আগে সুরাহা করতে পারতাম। নির্বাচন সামনে রেখে কখনোই একটি সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। কারণ সমাজের মূল জায়গাগুলোয় যদি পরিবর্তন না আসে, তবে শুধু নির্বচনের মধ্য দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ দেশের বর্তমান বাস্তবতায় সামাজিক সংকট বলতে আমরা যা বুঝি, তার কোনোটিরই এখন আর অরাজনৈতিক চরিত্র নেই।

প্রিয়তোষ বিশ্বাস বাবুল

২০০৭ সালের নির্বাচন সামনে রেখে সিপিডি এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটা গ্রহণ না করে আপনারা আপনাদের পত্রিকায় প্রার্থীদের বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন। আমার এই নিবেদন।

মো. গোলাম মোস্তফা

একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। চেয়ারম্যানের নাম আব্বাস আলী। নীলফামারী জেলার ডোমার থানার পানামটুকপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি একজন ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন। সৎ মানুষ বলে জনগণ তাকে ধরে। সেখানে গণসংগঠন ছিল, তারা ধরে তাকে চেয়ারম্যান করে দিল। চেয়ারম্যান তিনি হলেন। হওয়ার পর তিনি মার খেলেন। তার বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হলো। এরপর আবার গ্রামের মানুষ তার পাশে দাঁড়াল। টিএনও অফিসে তিনি লুঙ্গি পরে যান, ছেঁড়া স্যান্ডেল পরে যান। ওখানে তাকে অ্যাসোসিয়েশনের লোকজন গ্রহণ করে না। তার এলাকার লোক কোনো প্রজেক্ট পায় না। এ ধরনের ঘটনা এক বছর ধরে চলল। তিনি এসে এলাকায় বললেন, 'আমি চেয়ারম্যানগিরি করতে পারব না।'

আমরা সৎ মানুষদের নির্বাচিত করতে চাই জাতীয় সংসদে। আমাদের পক্ষে আইন হবে। কিন্তু সৎ মানুষগুলো পরবর্তী সময়ে কীভাবে চলবেন, এ বিষয়গুলো মনে হয় আলোচনা হওয়া দরকার।

অধ্যাপক লুৎফর রহমান খান

আমার প্রশ্নটা হলো, ২০০১ সালের নির্বাচনে আপনার প্রচার প্রকাশনা করেছিলেন নাগরিক কমিটি থেকে। তখন যে নির্বাচনটা হয়েছিল ৩০০ সাংসদের মধ্যে, যোগ্য ও সৎ লোক কতজন নির্বাচিত হয়েছিলেন তার কোনো পরিসংখ্যান আপনারা করেছিলেন কি না। না করে থাকলে ভবিষ্যতে এটা করলে ভালো হবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, আপনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন, এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। কে ইতিবাচক, কে নেতিবাচক বা কে গ্রহণ করল-না-করল, আপনারা এটা মনে না নিয়ে যদি একদম তৃণমূল পর্যায়ে যেতে পারেন, এবং যোগ্য ও সৎ প্রার্থীর কথা দিনরাত প্রচার হতে থাকেন, তাহলে আমাদের দেশের মানুষ এটাকে গ্রহণ করবেন। কারণ সারা দেশের মানুষ যোগ্য ও সৎ মানুষের সন্ধানে আছেন। দেশের ১৪ কোটি মানুষের স্বপ্ন এটা।

অ্যাডভোকেট পীযূষকান্তি সরকার

আমার পরামর্শ হলো, আইন বিভাগ থেকে শাসন বিভাগকে পৃথক্করণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং নির্বাচিত যে প্রতিনিধিরা যাবেন, তাদের গম বণ্টন থেকে শুরু করে স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ–এসব কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। নির্বাহী ক্ষমতা তাদের দেওয়া যাবে না। এটা হলো এক নম্বর।

দুই নম্বর হলো, সংবাদপত্রগুলো দেখা যায় যে কালো টাকার মালিকদের কাভারেজ দেয়। সৎ মানুষেরা স্বভাবতই গরিব, তাদের দেয় না। আমরা দেখেছি, বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিক-বন্ধুরা সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন এবং ১২টি আসনে তারা প্রার্থী ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। এই দলের এই প্রার্থীকে আমরা কাভারেজ দেব। এবং কাভারেজ না দেওয়ার জন্যও চুক্তিবদ্ধ হন। এটা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়।

আব্দুল কাইয়ুম

কোথায় কে কখন সিন্ডিকেট করেছে, সেটা আমাদের জানান। আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আমি আশ্বাস দিতে চাই, যদি এটা সত্য হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অ্যাডভোকেট আবদুল মোত্তালেব লাল

আমার একটি প্রস্তাব, আপনারা যোগ্য প্রার্থীর কোনো তালিকা করবেন না। সিপিডি একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। যে সাংসদেরা আছেন এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, এ রকম ৯০০ জন থেকে অযোগ্য প্রার্থীর একটি তালিকা আপনারা করতে পারেন।

আনোয়ার আবেদীন তুহিন

সরকারি চাকরি যারা করেন, স্বায়ত্তশাসিত অফিসে যারা চাকরি করেন, তাদের বয়স ৬০ বছর নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু সংসদ সদস্যদের অবসর কখন হবে, তা নির্ধারণ করা নেই। সেটা নির্ধারণ করতে হবে।

হাসানুল আলম

নির্বাচন-প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণের জন্য দেশে অনেক সংস্থা আছে। তা সত্ত্বেও নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় দাতা দেশগুলো আমাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে, এর কারণ কী? সম্পাদকীয় কলামে আমি এর উত্তর চাইব।

অধ্যাপক যতীন সরকার

যাদের বলা হয় সুশীল সমাজ, আমি তাদের ব্রাহ্মণসমাজ বলে আখ্যায়িত করতে চাই। এখন এই ব্রাহ্মণেরা কী করবেন। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করবেন, ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের কাজ করবেন, কিন্তু শাসক হবেন না। কিন্তু শাসকেরা কী করবেন, তা আগে ঠিক করতে হবে তাদের। আগে ব্রাহ্মণেরা বিধান দিতেন, ক্ষত্রিয়েরা রাজত্ব করতেন; কিন্তু বর্তমানে ক্ষত্রিয়েরা রাজত্ব করতে পারেন না। এখন অবশ্য মাঝেমধ্যে বন্দুক নিয়ে এসে আমাদের ক্ষমতা দখল করে নেন দারোয়ানেরা। এখন যারা রাজত্ব করেন, তারা বৈশ্য। কারণ ২০০১ সালের নির্বাচনের একটা তথ্য বের হয়েছে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যাদের মনোনয়ন দিয়েছে, তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী আওয়ামী লীগ থেকে ৪৭.৫৫ শতাংশ আর বিএনপি থেকে ৫৯ শতাংশ। অন্যগুলো আওয়ামী লীগের সাবেক আমলা ৯.৪৪ শতাংশ; উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ইত্যাদি ৯ শতাংশ। আর বিএনপি থেকে এ রকম পেয়েছে ৭ শতাংশ। আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে–সংবিধানের কাটাকুটি এখনো হয়নি–রাষ্ট্রের মালিক হচ্ছে জনগণ। এখন সেই জনগণের হাতে মালিকানা থাকে কি থাকে না–জনগণ এই মালিকানা রক্ষা করতে পারে কি পারে না–সেটা দেখার দায়িত্ব এই ব্রাহ্মণদের, অর্থাৎ সুশীল সমাজকে গ্রহণ করতে হবে।

আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, যারা জাতীয় সংসদে যাবেন, একমাত্র আইন প্রণয়ন করা ছাড়া কোনো কাজ তাদের থাকবে না। আসুন, এ কথাটা এখান থেকে আমরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করি, তাহলে কেউ আর এত টাকা খরচ করে হতে চাইবেন না। আর একটি কথা, বিকেন্দ্রীকরণ। গ্রামের সব মানুষ নিজেরা এসেম্বলি তৈরি করে তার বাজেট নিজেরা ব্যবহার করবেন, তথাকথিত গ্রাম-সরকারের মতো নয়, তাহলে আমরা পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে কিছুটা হলেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বাদ পেতে পারব।

****